‘দুগ্ধশিল্প উন্নয়নে করণীয়-বাজেট প্রতিক্রিয়া’ শীর্ষক সেমিনারের সারসংক্ষেপ ও সুপারিশ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল অডিটরিয়াম
ফার্মগেট, ঢাকা
১৯ জুন ২০১১ রবিবার

কমিউনিটি-বেজ্ড ডেইরি ভেটেরিনারি ফাউন্ডেশন ১৯ জুন ২০১১ রবিবার সকাল ১০ঃ০০ টায় ঢাকাস্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের মিলনায়তনে ‘দুগ্ধশিল্প উন্নয়নে করনীয়-বাজেট প্রতিক্রিয়া’ শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক, এম.পি., বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. ওয়ায়েস কবীর এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কমিউনিটি-বেজ্ড ডেইরি ভেটেরিনারি ফাউন্ডেশনের চেয়ার প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শামছুদ্দিন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ড. এম.এ. সাত্তার মন্ডল, ভাইস-চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সমবায় ইউনিয়ন, প্রাইভেট সেক্টর, এনজিও, খামারি সমিতি এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৩০০ (তিনশত) প্রতিনিধি এ সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় মন্ত্রী ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক, এম.পি. সেমিনারটিকে অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে উল্লেখ করেন এবং এটি আয়োজনের জন্য সিডিভিএফ এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি মূল কাজ যথা দক্ষ গ্রাজুয়েট উৎপাদন করা, গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞান ভান্ডার সমৃদ্ধ করা এবং খামারি, উৎপাদক ও উদ্যোক্তাদের কাছে জ্ঞান সম্প্রসারণের কথা উল্লেখ করে তিনি সিডিভিএফ এর মত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ফাউন্ডেশনের কর্মকান্ডকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও আবশ্যক বলে মূল্যায়ন করেন। দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের সফলতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশে এখনও শতকরা ৩১ ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করছেন। এই সকল মানুষের জীবন জীবিকার অবলম্বন হিসেবে গাভী পালন কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে বলে তিনি জোর দেন। বাংলাদেশের পাঁচ বছর বয়সের নীচের শিশুদের পুষ্টিমান ভারত ও শ্রীলংকার সমান করতে হলে আমাদের দুধ তথা প্রানিসম্পদ উৎপাদন বহুগুণ বাড়াতে হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আজকের সেমিনারটি খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাননীয় মন্ত্রী ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক বাংলাদেশে দুগ্ধশিল্প উন্নয়নের অবারিত সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। গো-খাদ্যের

মান নিয়ন্ত্রন ও ভেজাল মুক্ত করার জন্য উপস্থিত খামারিদের দাবীর প্রেক্ষিতে মাননীয় মন্ত্রী প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ দুগ্ধ উন্নয়ন সমবায় ইউনিয়ন লিমিডেটকে এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করার জন্য পরামর্শ দেন। খামারিদের দাবী ও উপস্থাপিত প্রবন্ধে উল্লেখিত করনীয় সমূহের সাথে একমত পোষন করে তিনি বলেন, শস্যের ন্যায় দুধ উৎপাদনের জন্য খামারিদের শতকরা ২ ভাগ সুদে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে, সরকারের উচ্চপর্যায়ের নীতিনির্ধারক মহলের সাথে আলোচনা করে ডেইরি শিল্পের সমস্যাবলী সমাধান করতে হবে এবং মানুষ ও গবাদিপশু উভয়ের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূট্টার উৎপাদন বাড়াতে হবে। পশুখাদ্য হিসেবে ভূট্টা চাষ বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য তিনি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে নির্দেশ দেন। তিনি ডেইরি শিল্পে প্রাইভেট উদ্যোক্তা ও শিল্পের বিনিয়োগ বৃদ্ধির আহ্বান রাখেন। খামারিদের দাবির সাথে একমত পোষণ করে তিনি বলেন, গাভী পালন ও দুধ উৎপাদন করার ক্ষেত্রে কৃষির ন্যায় গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারনসহ প্রান্তিক খামারিদের জন্য প্রণোদনা থাকা উচিত। মাননীয় মন্ত্রী অনেক সম্ভাবনাময় দুগ্ধ শিল্পকে সমৃদ্ধ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের আলোকে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে তিনি অবশ্যই তার ঐকান্তিক সহযোগীতা করার আশ্বাস প্রদান করেন।

বিশেষ অতিথির ভাষণে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. ওয়ায়েস কবীর বলেন ডেইরি শিল্প খাদ্য শস্যের মত একটি অধিক সম্ভাবনাময় শিল্প। তিনি এই শিল্পের উন্নয়নের অনেক সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং উল্লেখ করেন যে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় সেগুলোর সমাধান সম্ভব। তিনি প্রাণিসম্পদ খাতকে অবহেলিত বলে এ খাতের উন্নয়নে তার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তিনি সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা করে ডেইরি শিল্পের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবেন বলে সেমিনারে উল্লেখ করেন।

সভাপতির ভাষণে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, প্রফেসর ড. এম.এ. সাত্তার মন্ডল সেমিনার আয়োজনে সহযোগিতা ও অংশ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, দুগ্ধশিল্প উন্নয়নের জন্য আদা, রসুন ও সরিষার মত ফসলের ন্যায় ২% সুদে ব্যাংক ঋণের সুবিধা প্রদান আজকের সময়ের দাবি। তিনি দুগ্ধশিল্প উন্নয়নে কৃষির ন্যায় স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রস্তাব পাঠানোর জন্য পরামর্শ দেন এবং তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বর্তমান বাজেটে দুগ্ধশিল্প ও প্রাণিসম্পদকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু নতুন শব্দ সংযোজন করা হয়েছে। দুগ্ধশিল্পের কোন খাতে প্রনোদনা বা ভর্তুকির প্রয়োজন তা সুনির্দিষ্ট করে সুপাশি উল্লেখ করার জন্য তিনি মত দেন।

দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেডের চেয়ারম্যান জনাব হাসিব খান তরুণ মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপকের প্রস্তাবনার সাথে একমত পোষণ করেন। তিনি গো-খাদ্যের অধিক মূল্য ও ঘাটতিকে দুগ্ধশিল্পের প্রধান সমাস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন। পুষ্টিকর গো-খাদ্য না খাওয়ালে ভাল জাতের ষাড়ের কৃত্রিম প্রজনন করালেও যে ভাল মানের বাচ্চা উৎপাদন হয় না সে ব্যাপারে তিনি তার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে সকলের দৃষ্টি আর্কষণ করেন।

প্রাণ গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মেজর জেনারেল (অবঃ) আমজাদ খান চৌধুরী বলেন দুগ্ধশিল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি শিল্প, কিন্তু বাংলাদেশে এ শিল্প অবহেলিত। দি এক্মি ল্যাবরেটরিজ লিঃ এর নির্বাহী পরিচালক এবং ধামরাই ডেইরির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব হাসিবুর রহমান, মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপকের প্রস্তাবনার সাথে একমত পোষণ করেন। তিনি বিকল্প খাদ্যের ব্যবহার (ফাইটোজেনিক খাদ্য) এবং এ লক্ষ্যে গবেষণা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য বাজেটে প্রনোদনার ব্যবস্থা রাখার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবিত বাজেটে ডেইরি শিল্পের উপর কর নির্ধারণের কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই বলে উল্লেখ করে তিনি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও কর মওকুফ করার প্রস্তাব করেন।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি এবং বি.সি.এস. লাইভস্টক ক্যাডার এসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. মোঃ শহিদুল ইসলাম ভেটেরিনারিয়ানদের বেকারত্ব দূর করার জন্য আরো কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রাণি সঙ্গনিরোধ আইন (Quarantine Act) পাশ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রী মহোদয়ের সহযোগীতা কামনা করেন।

পশ্চিম পটিয়া ও কর্ণফুলী ডেইরি এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম এর সাধারন সম্পাদক, জনাব নাজিম উদ্দিন হায়দার দুগ্ধ বাজারজাত করণের ব্যবস্থা গ্রহণ ও কৃষির ন্যায় ডেইরি শিল্পে ভর্তুকি প্রদান এবং গোখাদ্যের ভেজাল নির্ণয়ের জন্য ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার জন্য মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সাতক্ষীরা অঞ্চলের দুগ্ধখামারি জনাব এস.এম.রফিকুল ইসলাম গো-খাদ্যের অধিক মূল্য, দুস্প্রাপ্যতা এবং ভেজাল গো-খাদ্য দুগ্ধশিল্পের প্রধান অন্তরায় বলে উল্লেখ করেন। তিনি ডেইরি শিল্পকে উন্নয়নের জন্য স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণ, দুগ্ধ বাজারজাতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও ডেইরি ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলকে কার্যকর করার আহ্বান জানান।

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া থেকে আগত দুগ্ধখামারি, জনাব প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী গো-খাদ্যের অধিক মূল্য ও দুস্প্রাপ্যতা এবং প্রান্তিক খামারিদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা ডেইরি শিল্প বিকাশের প্রধান অন্তরায় বলে উল্লেখ করেন। তিনি ডেইরি শিল্প উন্নয়নে স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণ, গো-খাদ্যে ভর্তুকি এবং গাভী পালনে প্রণোদনা দেওয়ার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান।

সুপারিশসমুহঃ

মূল প্রবন্ধে উপস্থাপিত করণীয়সমূহ এবং প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও সভাপতিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সমবায়ী ও খামারি সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে নিম্নেবর্ণিত সুপারিশসমূহ প্রণয়ন করা হলোঃ

১। জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ জিডিপি আলাদাভাবে হিসাব করতে হবে এবং তার অন্তত ১০ শতাংশ এ খাতের উন্নয়নের জন্য বার্ষিক বাজেটে বরাদ্দ করতে হবে।

২। দেশে প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র এক-তৃতীয়াংশ গো-খাদ্য সরবরাহ থাকায় দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য জরুরী ভিত্তিতে গো-খাদ্যের সরবরাহ বাড়াতে হবে, এ লক্ষ্যে গো-খাদ্য ও এর উপকরণ আমদানি শুল্কমুক্ত করতে হবে। গো-খাদ্যের জন্য বর্তমান বাজেটে ভর্তুকির ব্যবস্থা রাখতে হবে, গো-খাদ্য হিসেবে শস্য উচ্ছিষ্ট (ক্রপ রেসিডিও) ব্যবহার জোরদার করা ও অপ্রচলিত/বিকল্প গো-খাদ্য উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে এবং দুধ উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য বাজেটে প্রান্তিক খামারিদের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৩। জরুরী ভিত্তিতে অ্যানথ্রাক্স ও ক্ষুরারোগসহ গবাদিপশুর সকল সংক্রামক রোগের উপর নজরদারী বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে হবে। এ লক্ষ্যে টিকার পরিমাণ নির্ধারণ, সরবরাহ নিশ্চিত ও কার্যকর টিকাদান কর্মসূচী চলমান রাখতে হবে এবং বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে টিকাদান কর্মসূচী চালু করে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৪। উৎপাদনমুখী ভেটেরিনারি সেবা জোরদার করার লক্ষ্যে প্রাইভেট ভেটেরিনারি সেবা উৎসাহিত করতে হবে। এলক্ষ্যে নবীন ভেটেরিনারিয়ানদের জন্য প্রশিক্ষণ, প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা, সহজ শর্তে ঋণ ও বীমা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৫। গো-যক্ষা, ব্রুসেলোসিস ও জলাতঙ্ক রোগের উপর নজরদারী কার্যকর করতে হবে এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী শক্তিশালী করতে হবে।

৬। গরু ও মহিষের জাত উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী, টেকসই কর্মসূচী চলমান রাখতে হবে এবং এর জন্য বাজেটে বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

৭। দুধ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণ এবং ভোক্তার স্বার্থ রক্ষার সাথে সরকারের অনেকগুলো মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ/অধিদপ্তর জড়িত বিধায় সামগ্রিকভাবে এ শিল্পের উন্নয়ন ও নীতি নির্ধারণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি 'এ্যাপেক্স বডি' থাকা আবশ্যক। এ বিষয়ে বর্তমান সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে প্রজ্ঞাপিত ডেইরি ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলকে কার্যকর করতে হবে এবং এ জন্য বর্তমান বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।

৮। দুগ্ধশিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণার জন্য পৃথকভাবে বরাদ্দ রাখতে হবে।

৯। দুধ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত করার জন্য গো-খাদ্যসহ সকল প্রকার উপকরণের যোগান ও সেবার মান পরীক্ষা করতে হবে এবং তা উন্নয়নের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

১০। দুধ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত করার সকল পর্যায়ে মানোন্নয়ন জোরদার করতে হবে।

১১। প্রান্তিক খামারিদের কাছ থেকে দুধ ক্রয়ের সময় সকল প্রকার অনিয়ম দূর করতে হবে এবং সচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রতি খামারির দুধের ফ্যাট (ননী) ও এস.এন.এফ. (প্রোটিন) নির্ণয় করে তার উপর ভিত্তি করে দুধের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

১২। দুধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরার লক্ষ্যে উদ্যোক্তা তৈরী, মূলধন যোগান, প্রযুক্তির সহজলভ্যতা, স্বল্পসুদে ব্যাংক ঋণ এবং পশুবীমার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩। দুধ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত করার জন্য কৃষির ন্যায় বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

র‍্যাপোরটিয়ারবৃন্দঃ

ক্রমিক	নাম, পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
০১	ড. মো: মোশাররফ উদ্দীন ভূঞা প্রফেসর সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	
০২	ড. এস. এম. লুৎফুল কবির সহকারী প্রফেসর মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড হাইজিন বিভাগ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	
০৩	এ.বি.এম. খালেদুজ্জামান উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার পেষণে- এনিম্যাল নিউট্রিশন শাখা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ
প্রফেসর ড. এম. এ. সাত্তার মন্ডল, ভাইস-চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ ও সভাপতি, 'দুগ্ধশিল্প উন্নয়নে করণীয়-বাজেট প্রতিক্রিয়া' শীর্ষক সেমিনার

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শামছুদ্দিন
চেয়ার
কমিউনিটি-বেজড ডেইরি ভেটেরিনারি ফাউন্ডেশন
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ